

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নম্বরঃ ৩১৭

পর্ব-৩: পাক-পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - যে কারণে উযু করা ওয়াজিব হয়

আরবী

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفَقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يَصْلُونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ: يَنَامُونَ بَدَلًا: يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفَقَ رُءُوسُهُمْ

বাংলা

৩১৭-[১৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ 'ইশার সালাতের জন্য বসে অপেক্ষা করতেন। এমনকি ঘুমের আমেজে তাদের মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তো। এরপর তারা সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করতেন, অথচ নতুন উযু (ওযু/ওজু/অজু) করতেন না। (আবু দাউদ)[১] তবে ইমাম তিরমিযী "ইশার সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকতেন"- এর জায়গায় "ঘুম যেতেন" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

ফুটনোট

[১] সহীহ : আবু দাউদ ২০০, তিরমিযী ৭৮, মুসলিম ৩৭৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত যে ব্যক্তি শুয়ে বা চিৎ হয়ে ঘুমায় এর দ্বারা তার উযু (ওযু/ওজু/অজু) ভেঙ্গে যাবে। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি জমিনের উপর তার নিতম্ব রেখে বসে বসে ঘুমায়, অতঃপর জাগ্রত হয়ে দেখে যে, সে তার নিতম্ব বা বসন আগের অবস্থায় রয়েছে তাহলে এর দ্বারা তার উযু বাতিল হবে না। তৃতীয়ত কেউ কেউ বলেনঃ এ হাদীসটি হালকা ঘুমের ক্ষেত্রে উযু ভঙ্গ হয় না। তেমনিভাবে নাক ডাকা এবং জাগ্রতকারটিও। কারণ কেউ কেউ গভীর ঘুমে যাওয়ার পূর্বে ঘুমের সাথে সাথেই নাক ডাকা শুরু করে, আবার কাউকে এ অবস্থায় জাগিয়ে তুলতে হয় যাতে সে গভীর ঘুমে তন্ময় না হয়ে যায়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54876>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন